Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/25/2026 3:32 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১২ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। বুধবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৬৮ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো
সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/25/2026 3:32 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১২ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। বুধবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৬৮ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

শুল্কই আয়করের সেরা বিকল্প, মার্কিন আদালতকে তুলোধুনো করলেন ট্রাম্প

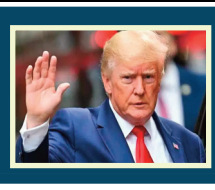

প্রধামন্ত্রীর বাস ভবনের কাছে ‘নোংরা’ বস্তি উচ্ছেদ, ঘর খালি করার নোটিস ৭০০ পরিবারকে

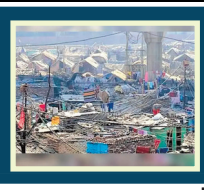

স্থগিত শ্রীনগর-জম্মু বন্দে ভারত! ‘অনিবার্য কারণে’ পিছিয়ে গেল রেলের বড় উদ্বোধন, স্বপ্নপূরণে অপেক্ষা

বিতর্কে ইতি

শুরু শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং

হাতে এল সুপারিশপত্র

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ দীর্ঘ আইনি টানাপোড়েন আর প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে শুরু হল একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির চাকরিপ্রার্থীদের কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া। মঙ্গলবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) সদর দপ্তরে প্রথম পর্যায়ের এই কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ৭০ জন যোগ্য প্রার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হলো কাঙ্ক্ষিত সুপারিশপত্র। এর মধ্যে যেমন রয়েছেন নতুন চাকরিপ্রার্থী, তেমনই রয়েছেন আদালতের নির্দেশে চাকরি ফিরে পাওয়া ‘যোগ্য’ প্রার্থীরাও। যদিও নথিতে কিছু গরমিল থাকায় এদিন দুই-তিনজনকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে।রাজ্যে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে মোট ১২,৪৪৫টি শূন্যপদ রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ধাপে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে ৫০০টি শূন্যপদের তালিকা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। এসএসসি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ও বুধবার মিলিয়ে সাতটি বিষয়ের মোট

১৮২ জন প্রার্থীকে কাউন্সেলিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছে। প্রথম দিনেই সুপারিশপত্র হাতে পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন প্রার্থীরা। রাজারহাটের বাসিন্দা নৃতত্ত্বের ছাত্রী নাদিরা কালামের কথায়, প্রথমবার পরীক্ষায় বসেই সুযোগ পেয়েছিলাম। অনিশ্চয়তা ছিল, কিন্তু আজ সুপারিশপত্র পেয়ে সব চিন্তা দূর হলো। এখন শুধু স্কুলে যোগ দেওয়ার অপেক্ষা।প্রথম ধাপ শুরু হলেও দ্বিতীয় পর্বের কাউন্সেলিং কবে হবে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার স্পষ্ট জানিয়েছেন, আগামী ১ ও ৮ মার্চ রাজ্যজুড়ে গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি পদের বড় মাপের পরীক্ষা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রায় ১৭০০টি ভেন্যুতে এই পরীক্ষা পরিচালিত হবে। কমিশনের কর্মীরা বর্তমানে সেই পরীক্ষা পরিচালনার কাজে ব্যস্ত। চেয়ারম্যানের বক্তব্য অনুযায়ী, এই বিশাল কর্মযজ্ঞ শেষ হওয়ার আগে অর্থাৎ মার্চের দ্বিতীয়ার্ধের আগে পুনরায় কাউন্সেলিং শুরু করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়।অনেকে আশা করেছিলেন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই হয়তো প্রার্থীরা স্কুলে যোগ দিতে পারবেন। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবু সেই সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি জানান, পরীক্ষা পরবর্তী অনেক দায়িত্ব থাকে এবং বিপুল সংখ্যক প্রার্থীকে সামলানো এই মুহূর্তে কঠিন। ফলে ভোটের আগে সব যোগ্য প্রার্থীর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া কার্যত অসম্ভব বলেই মনে করা হচ্ছে।নিয়োগ ঘিরে বিতর্কের শেষ ছিল না।

বিশেষ করে চাকরিহারা প্রার্থীদের অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়া নিয়ে নতুন প্রার্থীরা তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। পাশাপাশি আসনসংখ্যা বৃদ্ধির দাবিও জোরালো ছিল। তবে এদিন কাউন্সেলিং চত্বরে দেখা গেল ভিন্ন ছবি। যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি ফিরে পাওয়ার আনন্দ দেখে আপ্লুত হয়ে পড়েন নতুনরাও। দীর্ঘদিনের লড়াই আর দুশ্চিন্তা শেষে প্রার্থীদের চোখে ছিল আনন্দাশ্রু আর মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি।

আবারও আসানসোল আদালতে বোমাতঙ্ক

ডগ ও বোম স্কোয়াডের দিয়ে তল্লাশি

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আসানসোল জেলা আদালতে আবারও হুমকি মেল বুধবার সকালে। আর সেই মেল থেকে বোমাতঙ্ক ছড়ালো আসানসোল জেলা আদালতে। এই নিয়ে পরপর দুদিন আসানসোল জেলা আদালতে হুমকি মেল এলো। মঙ্গলবার হুমকি মেল এসেছিলো তামিলনাড়ু থেকে। বুধবার সকাল এগারোটা নাগাদ মেল এসেছে কোয়েম্বাটুর থেকে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্টের চীফ এ্যাডমিনিস্ট্রেশান অফিসার ভরত দাস। সঙ্গে সঙ্গে মেলের কথা আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ

কমিশনারকে। এরপরই স্নিফার ডগ বা ডগ স্কোয়াড ও বোম স্কোয়াড নিয়ে আদালতে আসেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস সহ পুলিশ আধিকারিকদের বিশাল বাহিনী।গোটা আদালত চত্বরকে ফাঁকা করে দেওয়া হয়। শুরু হয় তল্লাশি। স্নিফার ডগ দিয়ে গোটা আদালত চত্বর পরীক্ষা করানো হয়। তার সঙ্গে মেটাল ডিটেক্টর দিয়েও করানো হয় পরীক্ষা। কিন্তু কিছু পাওয়া যায় নি। এদিন আসা মেলে বলা হয়েছে, নামাজের পরে জেলা জজ ভবনে রাখা আরডিএক্স ফাটাবে। বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা আছে এই মেল। স্বাভাবিক ভাবেই মঙ্গলবারের মতো বুধবারও আসানসোল জেলা আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যহত হয়।

দুদিনের ইজরায়েল সফরে মোদি

কূটনৈতিক সমীকরণ ষড়ভুজ জোটের চ্যালেঞ্জ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভারত-ইজরায়েল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় সূচনা করতে বুধবার দু'দিনের সফরে তেল আভিভ রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রতিরক্ষা, কৃষি এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে একাধিক মউ স্বাক্ষরের সম্ভাবনা থাকলেও, এই সফরকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র কূটনৈতিক জল্পনা। বিশেষ করে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর প্রস্তাবিত ‘ষড়ভুজ’ জোট ভারতকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সফরের প্রাক্কালে নেতানিয়াহু পশ্চিম এশিয়ায় চরমপন্থা দমনে ভারত, গ্রিস ও সাইপ্রাসকে নিয়ে একটি ‘ষড়ভুজ’ জোট গঠনের ডাক দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকিস্তান, তুরস্ক ও সৌদি আরবের পরিকল্পিত ‘ইসলামিক ন্যাটো’র পাল্টা জবাব দিতেই এই কৌশল। ইজরায়েল ভারতকে এই জোটের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে পাশে চাইলেও, নয়াদিল্লির জন্য সিদ্ধান্তটি সহজ নয়। এই জোটে শামিল হওয়া মানেই পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর বিরাগভাজন হওয়া, যা ভারতের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য রক্ষা করার নীতিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। মোদির এই সফর ভারত-ইরান সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কূটনৈতিক মহলের একাংশ। ইজরায়েলের প্রধান শত্রু ইরান বর্তমানে আমেরিকার সঙ্গেও চরম সংঘাতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ওয়াশিংটন ও তেল আভিভের ‘রক্তচক্ষু’র মোকাবিলা করা তেহরান ভারতের এই ঘনিষ্ঠতাকে ভালো চোখে দেখবে না। বিশেষ করে চাবাহার বন্দর এবং জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে ইরানের সাথে সুসম্পর্ক ভারতের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

ফলে ইজরায়েলের সাথে বন্ধুত্ব বাড়াতে গিয়ে ইরানের সাথে সম্পর্কে ‘বিষ’ মেশার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।ভারতের সামনে এখন সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হল জাতীয় স্বার্থ এবং দীর্ঘদিনের মিত্রদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। একদিকে যেমন ইজরায়েলের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও সামরিক সহযোগিতা প্রয়োজন, অন্যদিকে আরব বিশ্ব ও ইরানের সাথে জ্বালানি ও কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/25/2026 3:32 PM Page 3

আচমকা তুষারপাতে বিপর্যস্ত সিকিম !

নাথুলা যাওয়ার পথে আটকে কয়েক হাজার পর্যটক, ৫৪১ টি গাড়ি

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পাহাড়ের মাথায় তুষারপাত। আচমকা তুষারপাতে বিপর্যস্ত সিকিম। মঙ্গলবার সোমগো (ছাঙ্গু) লেকের কাছে শেরথাং এলাকায় প্রবল তুষারপাতের জেরে আটকা পড়েন দেশ-বিদেশের কয়েক হাজার পর্যটক। পর্যটন দপ্তর সূত্রের খবর, ১৫ মাইল এলাকা থেকে সোমগোর মাঝে বরফের স্তূপে আটকে পড়ে ৫৪১টি পর্যটকবাহী গাড়ি। জানা গিয়েছে, সিকিমের হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যে সব মিলিয়ে প্রায় ২,৭৩৬ জন পর্যটক কার্যত বন্দি হয়ে পড়েছিলেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি ময়দানে নামে সিকিম প্রশাসন। পর্যটন দপ্তর, পুলিশ ও বিআরও-এর জওয়ানরা স্থানীয় চালক ও বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার তোয়াক্কা না করেই পর্যটকদের নিরাপদে সরিয়ে আনার কাজ চলে। বিকেলের মধ্যেই আটকে পড়া সমস্ত পর্যটক ও গাড়িগুলিকে সফলভাবে উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানি বা বড় বিপত্তি ঘটেনি।এই সাফল্যের জন্য সিকিম পুলিশ থেকে শুরু করে স্থানীয় চালক সংগঠন- সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়েছে পর্যটন দপ্তর। তবে আগামী দিনে এমন পরিস্থিতি এড়াতে পর্যটক ও ট্রাভেল এজেন্সিগুলির জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।প্রশাসনের পরামর্শ, পাহাড়ে ঘোরার সময় আবহাওয়ার খবরের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। পাশাপাশি, তুষারপাতের সময় পিচ্ছিল রাস্তায় দুর্ঘটনা রুখতে গাড়ির চাকায় 'স্নো-চেইন' ব্যবহার করা আবশ্যিক।অন্যদিকে, মঙ্গলবার ২৪ ফেব্রুয়ারি ছিল মরশুমের প্রথম তুষারপাত। সাদা চাদরে ঢেকে গেল

উত্তরবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সান্দাকফু। ভোর হওয়ার পর থেকেই হালকা তুষারপাত শুরু হয়, যা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা পাহাড়ি অঞ্চলকে এক মনোরম শীতের আবহে মুড়ে দেয়।তুষারপাতের খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পর্যটকদের ভিড় বাড়তে শুরু করে এলাকায়। অনেকেই শ্বেতশুভ্র প্রকৃতিকে উপভোগ করতে বেরিয়ে পড়েন। কেউ ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, আবার কেউ মেতে ওঠেন তুষার ছোড়াছুড়ির খেলায়। কেউ বা আবার নিছক দাঁড়িয়েই প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। হিমালয়ান হসপিট্যালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক-এর যুগ্ম সম্পাদক তন্ময় গোস্বামী জানান, মরশুমের প্রথম তুষারপাত পর্যটন শিল্পে নতুন করে গতি আনবে। হোটেল ও হোমস্টেগুলিতে বুকিংয়ের চাপও বাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে আনন্দের পাশাপাশি প্রশাসনের তরফে পর্যটকদের সতর্কতার সঙ্গে পাহাড়ে চলাচলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ায় যানবাহন চলাচলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।চলতি বছরে সান্দাকফুর এই প্রথম তুষারপাত শীতের আমেজকে আরও জোরালো করে তুলল উত্তরবঙ্গে।

হোলির আগে এই ভুল করলেই সর্বনাশ !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রঙের উৎসব হোলি মানেই আনন্দ আর নতুন শুরুর বার্তা। আগামী ৩ মার্চ বাংলায় দোল এবং গোটা দেশে হোলি উদযাপন হবে ৪ মার্চ।

ভারতের অন্যান্য উৎসবের মধ্যে হোলি অন্যতম। প্রিয়জনের সঙ্গে রং খেলার আগে অনেকেই ঘর পরিষ্কার করেন। বাস্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন, উৎসবের আগে বাড়ি পরিষ্কার করার পাশাপাশি কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরিয়ে ফেললে ঘরে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, প্রথমেই বাড়ি থেকে ভাঙা বাসনপত্র সরান। ফাটা কাপ, চিড় ধরা প্লেট বা ভাঙা কাচ ঘরে রেখে দেওয়া শুভ নয় বলে মনে করা হয়। এগুলো আর্থিক সমস্যা বা অশান্তির ইঙ্গিত দেয়, এমন বিশ্বাস অনেকের।নষ্ট বা বন্ধ ঘড়ি বাড়িতে রাখা উচিত নয়। বাস্তু মতে, বন্ধ ঘড়ি জীবনে স্থবিরতা বা বাধার প্রতীক। তাই এমন ঘড়ি থাকলে সেটি সারিয়ে নিন বা সরিয়ে ফেলুন।শুকিয়ে যাওয়া বা মরা গাছপালা বাড়িতে না রাখাই ভাল। টবে থাকা গাছ যদি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়, সেটি বদলে নতুন সবুজ গাছ লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। সবুজ গাছ সতেজতা ও ইতিবাচকতার প্রতীক বলে মনে করা হয়।অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় জুতো বাড়িতে জমে থাকে। বাস্তু মতে, এগুলো নেতিবাচক শক্তি বাড়াতে পারে। তাই ব্যবহার অযোগ্য জিনিস ফেলে দেওয়াই শ্রেয়।পুরোনো বিল, অপ্রয়োজনীয় কাগজ বা ভাঙা জিনিস জমিয়ে রাখলে বাড়ি অগোছালো হয়। উৎসবের আগে এগুলো পরিষ্কার করলে মানসিক স্বস্তিও বাড়ে। বিশেষজ্ঞরা এও মনে করিয়ে দেন,

এগুলি মূলত বিশ্বাসভিত্তিক পরামর্শ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বাড়ি পরিষ্কার রাখা এবং পরিবারের সঙ্গে আনন্দে উৎসব উদযাপন করা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ইতিবাচক পরিবেশে হোলি উদযাপন করলে উৎসবের আনন্দ আরও বাড়বে।

মধ্যপ্রাচ্যে ৫০০০ মার্কিন নাবিক ভুগছেন বাথরুম সমস্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের সতর্কবাণী দিয়েছেন। এরপরেই কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবার মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ এবং বিমানের বৃহত্তম বহর তৈরি করছে আমেরিকা। তবে, বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবাহী রণতরীতে থাকা প্রায় ৫,০০০ নাবিকের জন্য ইরানের সঙ্গে সংঘাত নগণ্য সমস্যা। এর চেয়ে অনেক বেশী প্রতিকূলতার তাঁদের রোজ সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইউএসএস জেরাল্ড আর. ফোর্ড গত বছরের জুন মাস থেকে সমুদ্রে রয়েছে। ট্রাম্প দ্বিতীয়বার জেরাল্ডের মোতায়েনের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্তের ফলে বহু সমস্যা তৈরি হয়েছে। জাহাজের টয়লেট বন্ধ হয়ে গিয়েছে, পয়ঃনিষ্কাশনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। সমস্যার তালিকা আরও দীর্ঘ হচ্ছে জানুয়ারিতে ভেনেজুয়েলার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার ক্ষেত্রে ফোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অভিযানের পর, ক্রুরা জানতে পারে যে ইরানের উপর সম্ভাব্য মার্কিন হামলার জন্য তাদের মোতায়েনের সময়কাল বাড়ানো হবে এবং এখন তাঁদের অন্য একটি বহরে যোগ দিতে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে যেতে হবে।৮ মাস সমুদ্রে কাটানোর ফলে জাহাজের উপর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। রক্ষণাবেক্ষণের কাজ স্থগিত থাকায় জানুয়ারিতে ক্যারিয়ারের পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে।

১৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত ক্যারিয়ারের টয়লেট কাজ করছে না। নাবিকরা নিজেরাই কোনও রকমে সারাই করে কাজ চালাচ্ছেন। জাহাজে থাকা একজন নাবিক একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছেন, ক্রু সদস্যরা সকলেই ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা নৌবাহিনী ছেড়ে চলে যেতে চান। জাহাজে থাকা বেশিরভাগ নাবিকই ২০ বছরের কম বয়সী পুরুষ ও মহিলা। জাহাজের চলাচলে গোপনীয়তা বজায় থাকায় তাঁরা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না।অবসরপ্রাপ্ত রিয়ার অ্যাডমিরাল মার্ক মন্টগোমারি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে বলেন, সাধারণত শান্তির সময়কালে একটি ক্যারিয়ার ৬ মাস মোতায়েন করা হয়। ফোর্ডের নাবিকরা ৮ মাস ধরে সমুদ্রে রয়েছেন এবং এই সময়কাল ১১ মাস পর্যন্ত বাড়তে পারে, যা মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজের একটানা মোতায়েন থাকার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে ওয়াশিংটনের এক ডজনেরও বেশি যুদ্ধজাহাজ রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন, ন'টি ডেস্ট্রয়ার এবং তিনটি উপকূলীয় যুদ্ধজাহাজ। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিমান বহনকারী এবং হাজার হাজার নাবিক দ্বারা পরিচালিত দু'টি মার্কিন বিমানবাহী রণতরী থাকা বিরল ঘটনা।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/25/2026 3:32 PM Page 4

বিরোধী শিবিরে ধস ! ২৭পরিবার সহ শতাধিক ভোটার তৃণমূলে যোগদান

বাবলু রহমান,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নগর বেরুবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন বিরোধী দল ছেড়ে একযোগে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন একাধিক পরিবার। জানা গেছে, নগর বেরুবাড়ীর ২৭টি পরিবার থেকে প্রায় ১০০ জন সমর্থক বিজেপি, সিপিআই(এম) ও কংগ্রেস ছেড়ে শাসক দলে নাম লেখান।

পাশাপাশি খারিজা বেরুবাড়ী ২ নম্বর অঞ্চল থেকেও আরও ২টি পরিবার একই দিনে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। সব মিলিয়ে শতাধিক ভোটার এই যোগদানের ফলে তৃণমূলের শক্তি বৃদ্ধি পেল বলে দলীয় সূত্রের দাবি। এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি-সদর ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ী বিধানসভার কো-অর্ডিনেটর তথা জলপাইগুড়ি জেলা এসসি-ওবিসি তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি শ্রী কৃষ্ণ দাস। তাঁর হাত ধরেই নবাগতদের দলে স্বাগত জানানো হয়। শ্রী দাস বলেন, নগর বেরুবাড়ী এলাকায় মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া আমরা পাচ্ছি, তাতে আগামী দিনে এখানে তৃণমূল কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হবে।

জলপাইগুড়ি বিধান সভাতেও আমরা ভালো ফল করব বলে আশাবাদী। দলীয় কর্মীদের উপস্থিতি ও সমর্থকদের ভিড় এদিন নজরকাড়া ছিল। স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ও মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পে আস্থা রেখেই বিরোধী শিবির ছেড়ে সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন।

পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা উদ্বোধন

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বলে শাসকদলের দাবি।সম্প্রতি জামালপুরের জারগ্রাম অঞ্চলের চকগোপাল এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পে নির্মিত একটি রাস্তার উদ্বোধন করা হয়। চকগোপাল পিচ রাস্তা থেকে পাত্র পাড়া হয়ে মাঝিপাড়া ভায়া চকগোপাল প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত প্রায় ১.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তা নির্মাণে ব্যয় হয়েছে আনুমানিক ১ কোটি ২০ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা

পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পঞ্চায়েত প্রধান নুরজাহান বিবি সাহানা, অঞ্চল সভাপতি আলাউদ্দিন শেখ, ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াসিম সরকারসহ অন্যান্য নেতৃত্ব।মেহেমুদ খাঁন বলেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জামালপুর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক পথশ্রী রাস্তা নির্মিত হয়েছে। তাঁর দাবি, বর্তমানে অধিকাংশ গ্রামেই ঢালাই বা পিচ রাস্তা তৈরি হয়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হচ্ছে। তিনি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদল মনোনীত প্রার্থীকে সমর্থনের আবেদনও জানান সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক বলেন, রাজ্যের উন্নয়নের মডেল আজ গ্রামাঞ্চলেও দৃশ্যমান। অঞ্চল সভাপতি আলাউদ্দিন শেখ মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই রাস্তা নির্মাণের ফলে অন্তত চারটি বুথ এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, নতুন রাস্তা তৈরি হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং স্কুলগামী ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই সুবিধা পাবেন।

ধূপগুড়িতে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ শিবির

টেলিস্কোপে চোখ রেখে গ্রহ-নক্ষত্র চিনল পড়ুয়ারা

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়ির বেসরকারি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় শ্রী শ্রী নিত্যকমলানন্দ সারদা শিশু মন্দির-এ আয়োজিত হল এক বিশেষ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ শিবির। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ-এর সহযোগিতায়। শিবিরে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির প্রায় ৭০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের মহাকাশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা দিতে এবং পাঠ্যসূচির বাইরে বাস্তব অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে পড়ুয়ারা রাতের আকাশে বিভিন্ন গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলী পর্যবেক্ষণ করে। খালি চোখে স্পষ্ট দেখা যায়

না;এমন একাধিক জ্যোতির্বস্তুও তাদের দেখানো হয়। শুধু পর্যবেক্ষণেই সীমাবদ্ধ ছিল না শিবির। প্রজেক্টরের মাধ্যমে স্লাইড ও ভিডিও প্রদর্শন করে মহাকাশের বিভিন্ন দিক, গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান ও মহাবিশ্বের বিবর্তন সম্পর্কে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়। উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা ছাত্রছাত্রীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। অনুষ্ঠানে অভিভাবকদের উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয়। তাঁদের একাংশের বক্তব্য, ধূপগুড়ির মতো এলাকায় এই ধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতেও এ ধরনের শিক্ষামূলক কর্মসূচি আয়োজনের ইঙ্গিত দিয়েছে।মঙ্গলবার সন্ধ্যার এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগে অংশ নিয়ে উৎসাহিত পড়ুয়ারা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বাড়ি ফেরে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, মূল স্রোতে ফেরানোর অঙ্গীকার

নয়া জামানা, মালদা ঃ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পড়ুয়াদের মানসিক বৌদ্ধিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য জেলা শিশু ক্রীড়া সম্পন্ন হল বি এল আর অফিস সংলগ্ন বাজিবাজার মাঠে। সমগ্র শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে এই খেলার ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন ইংলিশ বাজার আরবান সি এল আর সি। জেলার বিভিন্ন চক্র থেকে মোট ২০০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। শিশুদের পাশাপাশি তাদের মায়েরা উপস্থিত ছিলেন। মূলত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের রেকর্ড থাকলে একাধিক বিভাগের দৌড় জাম্প - বিভিন্ন ধরনের বল ছোড়া

খেলা অনুষ্ঠিত হয় । উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মলয় মন্ডল, আরবান চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রিতা চৌধুরী, সর্বশিক্ষা মিশনের প্রতিবন্ধী সমন্বয়কারী পঙ্কজ কুমার দাস, সমগ্র শিক্ষা মিশনের ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার সন্দীপ রায় সহ একাধিক শিক্ষা অধিকারীক। সমগ্র শিক্ষা মিশনের ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার সন্দীপ রায় জানিয়েছেন , বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক মানসিক ও বুদ্ধি বিকাশের জন্য এই ফিরা উৎসব। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মলয় মন্ডল জানিয়েছেন , আমাদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মূল শতকরি আনার জন্য বর্তমানে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে পাঠদান এর পাশাপাশি শারীরিক মানসিক বিকাশের জন্য একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। জেলার ৩৩ টি সার্কেলের প্রায় দুই ছতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। মোট ১৮ টি ইভেন্ট খেলা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য

বহিষ্কৃত এক্স কেএলও লিঙ্কম্যান মঞ্চের সভানেত্রী জোসনা রায়

নয়া জামানা ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে সংগঠনের সভাপতি জোসনা রায়কে বহিষ্কার করল ‘এক্স কেএলও লিঙ্কম্যান মঞ্চ সমন্বয় কমিটি’। বুধবার সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই কড়া সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়িতে একটি ডেপুটেশন কর্মসূচি চলাকালীন সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন জোসনা রায়। সেই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক

মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সংগঠনের পক্ষ থেকে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে জোসনা রায়কে সভাপতির পদ এবং সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যপদ দু'টি থেকেই বহিষ্কার করা হয়। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে এ ধরনের মন্তব্য বা আচরণ বরদাস্ত করা হবে না।

নয়া জামানা

ঈদ সংখ্যা ২০২৬

প্রকাশিত হবে দৈনিক নয়া জামানার ঈদ সংখ্যা। আপনার টাটকা নির্বাচিত প্রবন্ধ গল্প, অণুগল্প, কবিতা, ছড়া, ফিচার, রম্যরচনা, লোকসাহিত্য, মুক্তগদ্য যে কোন লেখা ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাঠিয়ে দিন।
কবিতা, ছড়া -১৬ লাইন, যে কোন গদ্য,গল্প, প্রবন্ধ-১০০০ ,অনুগল্প-২৫০ শব্দ

লেখা পাঠান
৯০০২৯৮৯১৩২
মেল nayajamanaofficial@gmail.com

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/25/2026 3:32 PM Page 5

৩০০ বছরের সম্প্রীতি উৎসব

নদিয়ার শ্রীনগর কাদাঘাটের

গাজী সাহেবের মেলা

সবুজ প্রান্তর জুড়ে মাঘের মিঠে রোদের শান্তভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। সেই সবুজ প্রান্তরের মধ্যে থাকা মাটির উঁচু ঢিবির ওপর গাজী সাহেবের মাজার। পাশে থাকা বিশালাকায় তেঁতুল গাছ তার স্নিগ্ধ ছায়ায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। জাতি, ধর্ম-বর্ণ, বিশ্বাস ও গোত্র নির্বিশেষে মানুষ ভক্তি ভরে আসছে গাজী সাহেবের মাজারে নিজেদের মনের শ্রদ্ধা জানাতে।আনুমানিক প্রায় ৩০০ বছর ধরে এভাবেই হিন্দু ও মুসলমানের সাধনার ঐক্য মঞ্চ হয়ে উঠেছে গাজী সাহেবের এই মেলা। মাজারের দায়িত্বে থাকা ৭৮ বছর বয়সী আবু হোসেন শাহজীর মতে এই মাজার আনুমানিক প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ বছর পুরনো। এমনই দৃশ্য প্রতিবছর প্রস্ফুটিত হয় নদিয়া জেলার চাকদহের শ্রীনগর কাদাঘাটের গাজী সাহেবের মেলায়। প্রতিবছর সরস্বতী পুজোর পরের দিন গাজী সাহেবের এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নদিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে বহু মানুষ ভক্তিভরে গাজী সাহেবের মাজারে নিজের মনস্কামনা এবং একই সঙ্গে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাতে আসে। তাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্যে থাকে রঙিন জোড়া ঘোড়া, লাল-সাদা বাতাসা, ধুপকাঠি ও মোমবাতি। মনস্কামনা পূর্ণ হলে মাজারের ওপর চাদর চড়ানোর রীতি রয়েছে। মূলত উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর থেকে এই চাদর কিনে মাজারে দেওয়া হয়। মাজারের ঠিক পাশেই বিপুল পরিমাণে রঙিন ঘোড়া নিয়ে বসেন স্থানীয় দোকানিরা। সেখান থেকেই জোড়া ঘোড়া কিনে গাজী সাহেবের মাজারে উৎসর্গ করেন পুণ্যার্থীরা। আবার কিছু পুণ্যার্থী এমনও রয়েছেন, যাঁরা মাজারে মধ্যে থাকা ঘোড়া শুভ সূচক প্রতীক হিসেবে সংগ্রহ করে থাকেন। আনুমানিক প্রায় ৩০০ বছর ধরে এভাবেই হিন্দু ও মুসলমানের সাধনার ঐক্য মঞ্চ হয়ে উঠেছে গাজী সাহেবের এই মেলা। মাজারের দায়িত্বে থাকা ৭৮ বছর বয়সী আবু হোসেন শাহজীর মতে এই মাজার আনুমানিক প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ বছর পুরনো। গাজী সাহেব সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি ফকির হন। তাঁর পিতার নাম শাহ সিকান্দার বাদশা। মাতা ছিলেন আজুবা সুন্দরী। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর প্রয়াণের পর এখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ঐতিহ্য অনুযায়ী সরস্বতী পুজোর পরের দিন গাজী সাহেবের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক পুজো অনুষ্ঠিত হয়। সিংহভাগ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ এই অনুষ্ঠানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অংশগ্রহণ করে আসছে। তাঁরা ভক্তিভরে জোড়া ঘোড়া, বাতাসা এবং সাধ্যমতো দুধ কলা ফল দিয়ে গাজী সাহেবের মাজারে পুজো দিয়ে যান। অনেকে মাজার প্রদক্ষিণ করে থাকেন। কতবার প্রদক্ষিণ করতে হবে তেমন কোনও নিয়ম নেই। কেউ একবার প্রদক্ষিণ করেন তো আবার কেউ ৫ থেকে ৭ বার। এই পুজোর নির্ধারিত কোন পরম্পরাগত রীতি বা নিয়ম নেই। মানুষের মনের ইচ্ছাই গাজী সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধায় পরিণত হয়েছে। মানুষ নিজের সাধ্যমত গাজী সাহেবের প্রতি নিজেদের শ্রদ্ধা ব্যক্ত করে থাকেন। বিভিন্ন উচ্চতার মাটির ঘোড়ার পাশাপাশি সত্যিকারের টাট্টু ঘোড়াও এখানে সাধারণ মানুষ দিয়ে থাকে। এমনকি জ্যান্ত পাঁঠা গাজী সাহেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। আগে এই মেলা একদিনের জন্যে হলেও বর্তমানে দশদিন ধরে চলে। যদিও মেলার প্রথম দিন অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর পরের দিন সর্বাধিক ভিড় দেখতে পাওয়া যায়। শাঁখা-সিঁদুর পরিহিতা হিন্দু রমণীরা জোড়া ঘোড়া নিবেদন করে করজোড়ে প্রণাম করে পুজো দেয় গাজী সাহেবকে।এখানে যেসব জোড়া ঘোড়া গাজী সাহেবের মাজারে দেওয়া হয় সেগুলির নান্দনিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ২৪ পরগনার তালডাঙ্গার রক্তেশ্বর গাজীর মাজারে যে ঘোড়া দেওয়া হয় তার গঠন বিমূর্ত। সে মূলত হাতে টিপে তৈরি করা হয়। ঘোড়ার গায়ে নীল রঙের প্রাধান্য বেশি। কিন্তু কাদাঘাটের গাজী সাহেবের মেলায় যে ঘোড়াগুলো দেখতে পাওয়া যায় সেগুলির গঠন বাস্তবধর্মী। বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত ঘোড়াগুলির মধ্যে মাটির পুতুলের মতো লালিত্য রয়েছে। ঘোড়ার চোখ ও মুখের সার্বিক গঠনে মৃৎশিল্পীরা নিজেদের প্রতিভা দিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ঘোড়ার পিঠে আলপনার মতো নকশা সৌন্দর্যবৃদ্ধি করেছে। আবার কয়েকটি মাটির ঘোড়ার পিঠে জরির চাদর এঁটে দেওয়া হয়েছে। মূলত নদিয়া জেলার আদিত্যপুরের মৃৎশিল্পীরা মাটির এই ঘোড়াগুলো তৈরি করে থাকেন। তাঁদের থেকেই পাইকারি দরে কিনে স্থানীয় দোকানিরা মেলা চত্বরে বসেন। কাঁচা এবং পোড়ামাটির দুই ধরনের ঘোড়া এখানে দেখতে পাওয়া যায়। পরিজনের সুস্বাস্থ্য, রোগ থেকে আরোগ্য লাভ, কৃষিতে ভালো ফলনের আশায় জোড়া ঘোড়া মাজারে দেওয়া হয়। মেলা উপলক্ষ্যে স্থানীয় কুমোর পাড়ার মৃৎশিল্পীরা নিজেদের তৈরি মাটির তৈরি বাসন, লক্ষ্মী ভাণ্ডার এবং গার্হস্থের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য মাটির তৈরি সামগ্রী নিয়ে বসেন। মেলাপ্রাঙ্গণের মধ্যেই তাঁদের বাড়ি। সেই বাড়ির উঠোনের মধ্যে বসেই এই সকল মৃৎশিল্পের সম্ভার তাঁরা সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। বিভিন্ন রঙের এই সকল মৃৎশিল্প বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে বেতের তৈরি বিভিন্ন ধরনের আসবাব যেমন ধামা, কুলো, ফুল ও ফলের ঝুড়ি মেলা প্রাঙ্গণে দেখতে পাওয়া যায়। কাঠের খেলনা গাড়ি, কাঁসার থালায় রাখা জিলিপি-গজা গ্রামীণ রসময়তার প্রতীক হয়ে ওঠে। লোকসংস্কৃতি গবেষক আকাশ বিশ্বাসের মতে, তমেলা চত্বরের পাশেই কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাসাদ ছিল। বর্তমানে সেটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রাসাদের চারিদিকে বেষ্ঠীত করে রাখা পরিখা আজও বর্তমান। গাজী সাহেবের স্মৃতির রক্ষার্থে প্রতিবছর বসন্ত পঞ্চমীর পরের দিন এই মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মাটির ঘোড়ার পাশাপাশি জ্যান্ত ঘোড়া দেওয়ারও রীতি রয়েছে। ঘোড়ার সঙ্গে বাতাসা- মুড়কিও মাজারে উৎসর্গ করা হয়। আত্মীয় পরিজনের সুস্বাস্থ্য ও আরোগ্য লাভের কামনা সহ দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন টানাপোড়েনের মধ্যে ভালো থাকার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ এখানে পুজো দিয়ে যায়। চাকদহ স্টেশন থেকে শ্রীরামপুরগামী ট্রেকারে করে বেলতলা স্টপেজে নেমে পায়ে হেঁটে মেলায় আসতে হয়। মেলা চত্বরে পীরের পুকুর নামে একটি জলাশয় ছিল। বর্তমানে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। শ্রীনগর-কাদাঘাটের গাজী সাহেবের মেলার পাশাপাশি নদিয়ার অন্যত্র যেমন হুদার মেলা, মাঝেরগ্রামের রোজিম ফকিরের মেলার জনপ্রিয়তা রয়েছে। সেখানেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীনগর-কাদাঘাটের গাজী সাহেবের মেলার পাশাপাশি নদিয়ার অন্যত্র যেমন হুদার মেলা, মাঝেরগ্রামের রোজিম ফকিরের মেলার জনপ্রিয়তা রয়েছে। সেখানেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রান্তিক শ্রেণীর লোকজ আধ্যাত্মিক চেতনায় ঐক্য সংগঠিত হয়েছে। যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গ্রামবাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে গাজী সাহেবের মাজার হয়ে উঠেছে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রতীক। আজকের বিভেদের পৃথিবীতে এই ঐক্যই ভালোবাসার ঔষধি হয়ে জোড়া রঙিন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে চলেছে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।